হাঁস-মুরগির শীতকালীন ব্যবস্থাপনা

শীতে তাপমাত্রা ৮-৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট হয়ে যায়।মুরগি জন্য কাম্য তাপমাত্রা হল **২২-২৫** ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট।তবে ১৬ ডিগ্রি পর্যন্ত তেমন সমস্যা হয় না।শীতকালে লাভজনক খামার বাবস্থাপনার জন্য যামারি ভাইদের নিচের বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

বাসস্থান: শীতকানে ঘরের আশপাশের ঝোপ জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে হবে, যাতে দিনের আলো পরিপূর্ণভাবে ঘরের চালার ওপর পড়ে। ঘরের দরজা-জানালার ফাঁক যদ্ধ করে দিতে হবে যেন ঠান্ডা বাতাস ঘরে প্রবেশ করতে না পারে।

লিটার :শীতকালে লিটার হিসেবে ধানের শুকনা তুস সবচেয়ে ভালো। ব্রুডা র হাউসে ৫-১০ সেন্টিমিটার পুরু লিটার সামগ্রী বিছাতে হবে। মুরগি যদি খাঁচায় পালন করা হয়, তাহলে বড় মুরগির জন্য লিটারের পুরুত্ব ৪ ইঞ্চির কম হবে না। লিটারসামগ্রী হতে হবে পরিচ্ছন্ন ও দূষণযুক্ত। কোনো কারণে পানি পড়ে লিটার ভিজে গেলে ভিজা লিটার ফেলে ওই স্থানে শুকনা লিটার বিছাতে হবে। লিটার যেন খুব শুকনা কুলাময় না হয়।

তাপমাত্রা: ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে টিনের বা ছাদের ওপর খ ড় বিছিয়ে দিতে হবে। ঘরে ভেন্টিলেশনের বাবস্থা থাকতে হবে। ব্রুডিং পিরিয়ডে বাচ্চা যাতে সমভাবে ভাপ পায় এ জন্য ৫০০ বাচ্চার জন্য ১০০ ওয়াটের তিনটি বাথ সংযুক্ত একটি ব্রুডার হার্ডবোর্ড বা প্লেনশিট দিয়ে তৈরি চিকলার্ডের মধ্যে স্থাপন করতে হবে।

আলো: মুরগির ঘরে আলো এমনভাবে দিতে হবে যেন তা ঘরে সমভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

বাচ্চার ঘনত্ব: ব্রুডার হাউসে প্রতি বর্গমিটারে প্রথমে ৫০টি বাচ্চা রাখতে হবে এবং চার দিন বয়সের পর থেকে ক্রমান্বয়ে জায়গা বাড়িয়ে দিতে হবে। ১৪ দিন বয়সের পর ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রেখে বাচ্চা যাতে পুরো ঘরে বিচরণ করতে পারে সে অনুযায়ী জায়গা বাড়াতে হবে।

ভেন্টিলেশন: শীতকালে ঘরে ঠান্ডা বাতাস যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য স ব দরজা-জানালা বন্ধ রাখলেও ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা অবশ্যই চালু রাখতে হবে।

খাদ্য: শীতকালে শরীরে বেশি ক্যালরি দরকার হয়। এ জন্য রেশনে শর্করা -চর্বি এর উৎপাদনের উৎস কিছুটা বাড়িয়ে দিতে হবে। ব্রুডিং অবস্থায় প্রথম তিন দিন লিটারের ওপ র চট বা কাগজ বিছিয়ে তার ওপর খাদ্য ছিটিয়ে দিলে ভালো হয়। বাচ্চা মুরগিকে অল্প অল্প করে বার বার খাবার দিতে হবে। ফলে খাবার খাওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শীতকালে সব বয়সের মুরগির উৎপাদন (গোশত, ডিম) কিছুটা কমে যায়। তাই সরবরাহকৃত খাবারে পর্যান্তে পুষ্টি উপাদানের থাকা নিশ্চিত করতে হবে।

পানি: পানি গ্রহণের পরিমাণ ঠিক রাখতে প্রচন্ড শীতের সময় সকালে ঠান্ডা পানি না দিয়ে হালকা গরম দিতে হবে। পানি ভরার আগে পায় ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

ভ্যাক্সিনেশন: সঠিক খামার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ভ্যাক্সিনেশন কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

জীবাণুনাশক স্প্রে: বাণিজ্যিকভাবে গড়ে ওঠা খামারের আশপাশে প্রতিদিন জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে।

মেডিকেশন: শীতকালে রানীক্ষেত, মাইকোপ্লাজমা প্রভৃতি রোগের বিস্তার বেশি ঘটে। রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তপূর্বক চিকিৎসা দিতে হবে।
রোগের উপসর্গ দেখা মাত্র অসুস্থ হাঁস-মুরগী আলাদা করে রাখতে হবে এবং স্থানীয় প্রাণি চিকিৎসক অথবা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রচারে- জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী ।

শীতকালে গবাদি পশুর পরিচর্যা/ যত্ন

শীতকালে শৈত প্রবাহের কারণে পরিবেশের তাপমাত্রা ১০ডিগ্রী এর নিচে চলে গেলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এই তাপমাত্রা বেশি অনুভূত হয় । তাছাড়া উত্তরাঞ্চলে শীতকালে কুয়াশা বৃদ্ধি পায় ।

আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণীর অভ্যন্তরীণ বিপাকীয় এবং অভ্যাসগত পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন **গবাদিপশুর** স্বাস্থ্যে এবং উৎপাদনে ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

আমাদের দেশের জেবু জাতের গরু গরম আবহাওয়ায় অধিক সহনশীল হওয়ায় শীতকালে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাস্থ্যগত ও অভ্যাসগত পরিবর্তন হয়। ইউরোপিয়ান বস টোরাস যেহেতু ঠান্ডা আবহাওয়ায় অধিক সহনশীল, তাই এই জাতের শীতের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতাও বেশি।

দেশি জাতের সাথে সংকরায়ণের ফলে এদের শীত সহ্য ক্ষমতা তুলনামূলক কমে যায়। তাই শীতকালে গরুর স্বাস্থ্যের দিকে কিছু বিষয়ে বাড়তি মনোযোগ জরুরি।

শীতকালে মানুষের পাশাপাশি গবাদি পশুরও নানা রোগ বালাই দেখা যায়। ফলে গবাদি পশুর দেহের ওজন কমে যায় এবং দুধ উৎপাদন কমে যায়।

শীতকালের গবাদিপশুর রোগ নিয়ন্ত্রনে করনীয়ঃ

বেশি শীতে গবাদিপশুর রোগ নিয়ন্ত্রনে করণীয় বিষয়গুলো হল-

১। পশুর যেন বেশি ঠান্ডা লাগে সে দিকে খেয়াল রাখুন। গবাদিপশুর শরীর পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখুন। শরীর শুষ্ক ও শুকনো রাখুন।

২।গছ ও ছাগলকে গায়ে চট দ্বারা/মোটা কাপড় দ্বারা আবৃত করতে ব্যবস্থা নিতে হবে

৩।গরুর গোয়াল ছাগলের ঘরের মধ্যে বাতাস প্রতিরোধের জন্য চট/পলিথিন দিয়ে ঘিরে দিতে হবে ।

৪। কুয়াসায় পশু যেন ভিজে না যায় খেয়াল রাখুন। এতে নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা থাকে।

৫। ক্ষুরা, বাদলা, তড়কা, গলাফুলা ইত্যাদি রোগের টিকা শীত আসার আগে গবাদি পশুকে দেয়া নিশ্চিত করুন।

৬। শীত আসার আগে পশুকে তিন মাস পর পর নিয়মিত কৃমির ঔষধ দিন।

৭। পশুকে হালকা গরম পানি মিশানো পানি খাওয়ান ।

রোগের উপসর্গ দেখা মাত্র গবাদি পশুকে আলাদা করে রাখতে হবে এবং স্থানীয় প্রাণি চিকিৎসক অথবা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রচারে- জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী ।